দর্শনায় সরকারি নির্দেশনা অমান্য! ৩৪ জন পথচারীকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় লকডাউনের চতুর্থ দিনে প্রশাসন কঠোর অবস্থানে রয়েছে। লকডাউন চলাকালীন সময়ে নিয়ম ভঙ্গ করায় ৩৪ জনকে ২৯ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

রোববার দিন ব্যাপী উক্ত অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে একজন এক্সিকিউট ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ তারিকুজ্জামান ও দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাহাব্বুর রহমান কাজল, (ওসি তদন্ত) শেখ মাহবুবুর রহমান, সেকেন্ড অফিসার এস.আই আহম্মেদ বিশ্বাস সহ পুলিশ ফোর্স কঠোর ভাবে লকডাউন পালনে মাঠে কাজ করে চলেছেন।

সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা করে দোকান খোলায় দর্শনার বিভিন্ন দোকানে জরিমানা এবং দর্শনার বিভিন্ন স্থানে অপ্রসঙ্গত কারনে বাহিরে বের হওয়া মানুষদের ৩৪ জনকে ২৯ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। তবে জরিমানার সংখ্যা বাড়তে থাকার কারনে মানুষের বাহিরে বের হওয়ার সংখ্যা কম ছিলো।

তার পরেও অনেকে আবার অনিহা করে বের হওয়াতে প্রশাসনের কঠোর অবস্থানের চিত্র দেখে অনেকটাই বাধ্যগত হয়েছে। বিকালের দিকে দর্শনার বিভিন্ন স্থানে সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে ঔষধ ফার্মেসী ব্যাতিত সকল দোকান বন্ধ।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, আমরা প্রশাসন কাদের জন্য কঠোর? তাদের জন্য যারা দেশের শত্রু, তাদের জন্য নয়, যারা ভালো মানুষ। জরুরী কোন কারনে বের হতে পারে তবে সেটার সঠিক প্রমান দিতে হবে। অযথা অপ্রসঙ্গত কারনে বাহিরে বের হলেই জরিমানা করা হবে। তাই সকলে সচেতন হোন, সুস্থ্য থাকুন, ভালো থাকুন। এসময় অভিযানে সার্বিক সহযোগীতা করেন, চুয়াডাঙ্গা ডিসি কোর্টের পেশকার ইকলাছ হোসেন ও দর্শনা থানার পুলিশ ফোর্স।

দামুড়হুদায় স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলা ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। রবিবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সহকারী কমিশনার ভূমি সুদীপ্ত কুমার সিংহ দামুড়হুদা উপজেলা বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, মহামারী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে চলমান লকডাউন বাস্তবায়নে দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে,চিৎলা-গেবিন্দহুদা এ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন। দামুড়হুদা হতে জয়রামপুর, ডুগডুগি বাজার,লোকনাথপুর, মুক্তারপুর কুশাঘাটা দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড,দামুড়হুদা থানামোড়,দেওলী মোড়।

এসময় মাস্ক পরিধান না করা, স্বাস্থ্যবিধি না মানায় মাইক্রোবাস অটো সিএনজি মোটরসাইকেল বিভিন্ন দোকানসহ বিভিন্ন অপরাধে ৯ টি মামলায় ১০জন অভিযুক্তকে মেট ৫হাজার ৮’শ টাকা জরিমানা আদায় করেন। আদালত পরিচালনা কাজে সহযোগিতা করেন সশস্ত্র বাহিনী।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা কালে ভ্রাম্যমাণ আদালতে বিচারক সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ বলেন, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ প্রতিরোধে সকলকে সচেতনতার সাথে চলাচল করতে হবে, আমাদের পক্ষ্য থেকে জনসাধারণের সর্বত্র সচেতন থাকার জন্য প্রচার অভিযান চালানে হচ্ছে। সকলে বাধ্যতামূলক মাস্ক পরিধান করতে বার বার অনুরোধ করা হচ্ছে, এরপরও অনেকের মাঝে মাস্ক পড়তে উদাসীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

উপজেলাতে সংক্রমণের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এ লক্ষ্য আমাদেরকে বেশি বেশি সচেতন হতে হবে, তা না হলে আগামীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। বাইরে চলাচলে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে কঠোর হবে প্রশাসন। সর্বোচ্চ সতর্কতা নিতে হবে। জনস্বার্থে এ অভিযান

অব্যাহত থাকবে। অপ্রয়োজনে বাড়ির বাহিরে বের হবেন না। নিজে ও পরিবার সুস্থ রাখতে সরকারের দেওয়া সকল নির্দেশনা মেনে চলুন। লকডাউন বাস্তবায়ন প্রশাসন কে সহযোগিতা করুন।

দামুড়হুদায় ঘরে ঘরে জ্বর-সর্দি-কাশি! আগ্রহ নেই করোনা পরীক্ষায়

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় করোনা শনাক্তের হার আবার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। উপজেলায় ঘরে ঘরেই রয়েছে জ্বর,সর্দি-কাশির রোগী। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বহির্বিভাগে জ্বর, সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত রোগীর ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে কর্মরত চিকিৎসকদের।

তবে করোনা পরীক্ষা করাতে তেমন কোনো আগ্রহ নেই তাদের মধ্যে। কয়েক দিন শনাক্তের হার একটু কম থাকলেও হঠাৎ করে তা বেড়ে গেছে।

গত শনিবার রাত ৮টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ও দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রিপোর্ট অনুযায়ী শনাক্ত হয়েছে র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে ২০ জন ও কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবের ১৬ জন মোট ৩৬ জন। এদিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে করোনার বেড ১৫টি থাকলেও রোগী বৃ্দ্◌িধর কারণে আরো ১০টি বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে বেড সংখা ২৫টি। প্রতিনিয়ত রোগীর সংখা বৃদ্ধি পেলেও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অক্সিজেনের ঘাটতি নেয়।

বহির্বিভাগে কর্মরত উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার ডা. এলিচ আক্তার বলেন, প্রতিদিন বহির্বিভাগে ২৫০ থেকে ৩০০ রোগী আসছে তাদের ৮০ শতাংশের জ্বর-সর্দি-কাশি থাকলেও তাদের আগ্রহ নেই পরীক্ষা করার। অতিরিক্ত জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে এলে তাদের পরীক্ষার পর পজিটিভ হলে করোনা ওয়ার্ডে ভর্তি করা হচ্ছে। আবার অনেকে হোম কোয়ারেন্টিনে থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আবু হেনা মোহাম্মদ জামাল শুভ জানান, হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে ১৭ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। প্রতিদিনই এর সংখা বাড়ছে, ফলে বেডসংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। চিকিৎসার কোনো ঘাটতি নেই।

হাসপাতালে ছোট-বড় ৪১টি সিলিন্ডারে পর্যাপ্ত অক্সিজেন মজুদ রয়েছে। হঠাৎ করে আক্রান্তের সংখ্যা আরো বেড়ে গেলে চিকিৎসা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।

উপজেলায় বর্তমানে আক্রান্তের সংখ্যা ১৫১ জন। এরা হোম কোয়ারেন্টিন ও বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন।

চুয়াডাঙ্গায় প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ

সরকার ঘোষিত শাটডাউনে চুয়াডাঙ্গায় কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের মাঝে চুয়াডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা বড়বাজার হাসান চত্বরে এই মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই মানবিক সহায়তা প্রদান করেন।

এসময় চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড এবং ৫ নং ওয়ার্ডের মোট ৪২০ জনের পরিবারের মাঝেই প্রধানমন্ত্রী এই উপহার সামগ্রী বিতরণ করেন।

এসময় জেলা প্রশাসক মোঃ নজরুল সরকার বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি চুয়াডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসন প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সরকার ঘোষিত শাটডাউনের কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষদেরকে প্রধানমন্ত্রীর এই উপহার সামগ্রীর আওতায় আনা হবে। এ সময় তিনি সকলকে ঘরে থাকতে আহ্বান জানান। বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বাহির না হওয়া এবং সরকার ঘোষিত

শাটডাউন সফল করতে সকলের সহযোগিতা চান।

উক্ত প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কনক কুমার দাস, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মাহফিজুর রহমান মাফি সহ উপকারভোগী পরিবারের লোকজন।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহি অফিসার মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান জানান সরকার ঘোষিত শাটডাউনের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার মধ্যেই ২০৫০ জনের পরিবারের মাঝে এই প্রধানমন্ত্রীর উপর সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।

চুয়াডাঙ্গা মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করতে নেমে বিপত্তি! লাশ হলেন মুন্না

চুয়াডাঙ্গার মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করতে নেমে লাশ হলেন মাইনুর রহমান মুন্না (২৭)। মাইনুর রহমান মুন্না চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার হাট কালুগঞ্জের আব্দুল মোমেন (পোস্টমাস্টার) ছেলে।

মুন্না তার দুই সহপাঠী মিলে শনিবার দেড়টার সময় চুয়াডাঙ্গা মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করতে নামে। নদীতে অতিমাত্রার স্রোত থাকার কারণে এবং সাঁতার না জানার কারণে নদীতে ভেসে যেতে থাকে তারা। দুই সহপাঠী নদীর কূল পেলেও মুন্না পাই না নদীর কূল অতঃপর নদীতে তলিয়ে যায় মুন্না।

বিষয়টি জানাজানি শুরু হলে ফায়ার সার্ভিসের একদল চৌকস টিম নদীতে তাকে খুঁজতে থাকেন কিন্তু তার কোন প্রকার সন্ধান করতে পারে না

তারা।

অতঃপর বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় খুলনা থেকে ডুবরীর একদল চৌকস টিম এসে তাকে বেলা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় নদীতে তলিয়ে যাওয়া মৃত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে।

আলমডাঙ্গায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে বৃদ্ধার আত্নহত্যা

আলমডাঙ্গায় ছেলের উপর অভিমান করে ৭০ বছরের বৃদ্ধা সহিদা খাতুন গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্নহত্যা করেছে। শনিবার দুপুর ২ টার দিকে উপজেলার ভাংবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আত্নহত্যার ঘটনায় নিহত সহিদার ছেলে বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করেন।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া গ্রামের মৃত আলাউদ্দিনের স্ত্রী সহিদা খাতুন।

গত ২৫ বছর পূর্বে সহিদার স্বামী মারা যায়। ইতোপূর্বে সে ৩টি ছেলে রেখে যায়। স্বামী মারা যাবার পর থেকেই অভাবে তাদের সাংসারিক জীবন চলে। এরই সূত্র ধরে ঘটনার দিন ছেলেদের সাথে সহিদা খাতুনের গোলোযোগ বাধে।

এরই কারণে অভিমানে দুপুর ২ টার দিকে নিজ ঘরের আড়ার সাথে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্নহত্যা করে। খবর পেয়ে পুলিশ মৃত মহিলার লাশ সুরতহাল রিপোর্ট শেষে দাফন করে।

দামুড়হুদায় স্বাস্থ্যবিধি না মানায় ৮টি মামলায় ৯জনকে জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মাস্ক পরিধান ও স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে ৮টি মামলায় ৯জন জরিমানা করা হয়েছে। শনিবার ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করে জরিমানা আদায় করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান।

আদালত সূত্রে জানা যায়, উপজেলাতে (কোভিড-১৯) করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে চলমান লকডাউন বাস্তবায়নে দামুড়হুদা উপজেলার, দর্শনা, রামনগর, কুড়ুলগাছি, প্রতাপপুর, কার্পাসডাঙ্গাসহ বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান। এসময় মাস্ক পরিধান না করা ও স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে ৮টি মামলায় ৯জনকে ৮ হাজার ৮’শ টাকা জরিমানা করেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান বলেন, দামুড়হুদা উপজেলা সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে ব্যাপক হারে দেখা দিয়েছে করোনার উপসর্গ। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সচেতন মহল সাধারণত এসময় করোনার আমাদের সবাই কে সজাগ থাকবে হবে। তিনি আরো বলেন, মাস্ক ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে। অপ্রয়োজনে বাড়ির বাহিরে বের হবেন না। নিজে ও পরিবার সুস্থ রাখতে সরকারের দেওয়া সকল নির্দেশনা মেনে চলুন।

লকডাউন বাস্তবায়ন প্রশাসন কে সহযোগিতা করেন আদালত পরিচালনার কাজে সহযোগিতা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসের পেশকার জিহন আলী, দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি চৌকস টিম প্রমুখ। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

চুয়াডাঙ্গায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান জরিমানা আদায়

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার সহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে স্বাস্থ্যবিধি না মানা এবং বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বাহির হবার অপরাধে দুইটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা আওতায় এনেছে।

শুক্রবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ রোড, আলুকদিয়া বাজার, আকন্দবাড়ীয়া, ভালাইপুর মোড় এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে দন্ডবিধি ১৮৬০ এর ১৮৮ ধারায় ২টি প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট দুই হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র অর্থদন্ড প্রদান করেন।

এসময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সাদিকুর রহমান সরকার ঘোষিত শাটডাউনের কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের মাঝে মাস্ক ও খাবার বিতরণ করেন। মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সময় উপস্থিত ছিলেন বিজিবি একদল চৌকস টিম সহ ও পেশকার । জনস্বার্থে এ অভিযান চলতে থাকবে বলে জানিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহি অফিসার।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিস এর এক কর্মকর্তার মৃত্যু

দামুড়হুদা উপজেলার নির্বাহী অফিসের কার্যালয় এক কর্মকর্তার মৃত্যু মোঃ জিন্নাত আলী (৫২) শুক্রবার সকাল আটার সময় মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুতে এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া দামুড়হুদা উপজেলা কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের জাহাজপোতা গ্রামের মৃত কেসমত মণ্ডলের ছেলে।

তিনি তার দীর্ঘ কর্মজীবনে একজন অত্যন্ত ধর্মভীরু কর্তব্যপরায়ণ আন্তরিকতা, একাগ্রতা ও আনুগত্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার মৃত্যুতে উপজেলা পরিবারের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ ও তার আত্নার মাগফিরাত কামনা করছেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদিপ্ত কুমার সিংহ সহ সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় সর্প দংশনে ২ সন্তানের জননীর মৃত্যু

আলমডাঙ্গার পাইকপাড়ায় সর্পদংশনে ২ সন্তানের জননীর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার দিকে এ ঘটনাটি। পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মৃত মহিলা রোজিনা খাতুন পাইকপাড়া গ্রামের কাউসার আহমেদের স্ত্রী। জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামের কাউসার আলির স্ত্রী সকালে শ্যালো মেশিন ঢাকতে যায়।

এ সময় শ্যালো মেশিনের নিকট থাকা বিষধর সাপ তাকে দংশন করে। দ্রুত পরিবারের লোকজন তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়ার সময় পথের মধ্যে তার মৃত্যু হয়। একই দিন বিকেলে মৃত রোজিনার দাফন সম্পন্ন হয়।